আজকের কাগজ

তারিখ ...16. JUN..1995
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

বিরোধী দল ছাড়াই ১৯৯৫-৯৬ সালের প্রস্তাবিত বাজেট পেশ

রাজস্ব বাজেটে ৪ হাজার ৩শ' ৮০ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত

■ ৩শ' ৫০ কোটি টাকার কর হ্রাস ■ এডিপিতে অভ্যন্তরিণ সম্পদের পরিমাণ ৪৩ শতাংশ

আসাদুজ্জামান ঃ অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান গতকাল বিরোধী দল বিহীন জাতীয় সংসদে ৩টা ১৯ মিনিটে ১৯৯৫-৯৬ সালের প্রস্তাবিত বাজেট ও ১৯৯৪-৯৫ সালের সম্পূরক বাজেট পেশ করেছেন। এটি বাংলাদেশের চব্বিশতম ও বিএনপির বর্তমান মেয়াদের শেষ বাজেট। এবারের বাজেট মিলিয়ে অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান সাতবার জাতীয় বাজেট পেশ করলেন।

প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেট রাজস্ব আয় ধরা হয়েছে ১৫ হাজার ৪ শ' ৫০ কোটি টাকা। রাজস্ব ব্যয় ধরা হয়েছে ১১ হাজার ৭০ কোটি টাকা। বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির পরিমাণ ধরা হয়েছে ১২ হাজার ১ শ' কোটি টাকা। বাজেটে সার্বিক ব্যয় ধরা হয়েছে ২৪ হাজার ৭ শ' ৭ কোটি টাকা। এর সঙ্গে রাজস্ব আয় বিয়োজন করলে সামগ্রিক ঘাটতি দাড়ায় ৯ হাজার ২ শ' ৫৭ কোটি টাকা। এ বছর মোট বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ৭ হাজার ২ শ' ২৩ কোটি টাকার সঙ্গে রাজস্ব বাজেটের উদ্বৃত্ত ও আভ্যন্তরিণ সম্পদের ৪ হাজার ৮ শ' ৭৭ কোটি টাকা মিলিয়ে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অবয়ব গঠন করা হয়েছে।

গতকাল ৩টা ১৫ মিনিটে অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান চিরাচরিত বাজেট ব্যাগসহ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সংসদ ভবনে প্রবেশ করেন। নিসঙ্গ সরকারি দলের সদস্যরা হর্ষ উৎফুল্ল হয়ে তাদের অভিনন্দন জানান। এবারের বাজেটে কর পুর্নবিন্যাসও হ্রাস করার ফলে প্রায় ৩ শ' ৫০ কোটি টাকার রাজস্ব ক্ষতি হবে বলে হিসেব কষা হয়েছে। তবে এই ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার জন্যে ব্যাপক প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। বাজেটে সংশোধিত বাজেট অপেক্ষা প্রায় ৪ শ' ৫০ কোটি টাকা অতিরিক্ত কর সংগ্রহ হবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে। তবে এবারই প্রথমবারের মতো বাজেটের সঙ্গে অর্থনৈতিক জরিপ ও ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক বিবরণী উপস্থাপন করা হয়নি। আয়কর প্রশাসনকে ঢেলে সাজানোর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে বাজেটে। আগামী পাঁচ বছরের জন্যে কর অবকাশ অব্যাহত রাখা ও গ্যাটের প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বস্ত থেকে সর্বোচ্চ শুল্ক হার ৬০ শতাংশ থেকে ৫০ শতাংশে হ্রাস করা হয়েছে।

বাজেট উপস্থাপনার আগে প্রধানমন্ত্রীর সভানেত্রীত্বে মন্ত্রী পরিষদের বিশেষ সভায় বাজেট অনুমোদন করা হয়। এর আগে রাষ্ট্রপতি ও বাজেট উপস্থাপনার অনুমতি দেন। প্রায় ২ ঘন্টা ৪০ মিনিট স্থায়ী বাজেট বক্তৃতা শেষে অর্থমন্ত্রী অর্থ বিল ৯৫ সংসদে উপস্থাপন করেন। বাজেটে মুদ্রাস্ফীতি ৪ ভাগ ও প্রবৃদ্ধির পরিমান ৬ শতাংশ অতিক্রম করার আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে।

বাজেটে আমদানি শুল্ক হ্রাসের ফলে ২ শ' ৪০ কোটি টাকার রাজস্ব হ্রাস পাবে। নির্ধারিত পন্যের ওপর থেকে কর হ্রাস করায় কর বাবদ রাজস্ব ক্ষতি হবে ৩৯ কোটি টাকা। আয়কর খাতে পরিবর্তনের ফলে রাজস্ব ক্ষতি হবে ৭১ কোটি টাকা। বাজেটে আয়কর থেকে প্রাপ্তি ধরা হয়েছে ১ হাজার ৬ শ' ৩৫ কোটি টাকা। আমদানি রফতানি শুল্ক বাবদ প্রাপ্তি ৪ হাজার ৭০ কোটি টাকা। মূল্য সংযোজন কর বাবদ ৩ হাজার ৬ শ' ২৯ কোটি টাকা। মোট কর সমূহ হতে প্রাপ্তি ধরা হয়েছে ১২ হাজার ২শ ৫ কোটি টাকা কর ব্যতীত প্রাপ্তি ধরা হয়েছে ৩ হাজার ২ শ' কোটি টাকা। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে পরিবহন খাতে ২ হাজার ৩শ' ১৯ কোটি টাকা। শিল্প ও ধর্ম খাতে ১ হাজার ৬ শ ৫ কোটি ২৯ লাখ টাকা। পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠানের জন্যে ৮শ' ৪ কোটি টাকা। প্রতিরক্ষা খাতে রাজস্ব ব্যয় ধরা হয়েছে ১ হাজার ৯ শ' ৩৪ কোটি ৬৭ লাখ টাকা। শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ রাজস্ব ব্যয় ধরা হয়েছে ২হাজার ১ শ' ৪৪ কোটি ৯১ লাখ টাকা। উভয় খাতে সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ ছিলো প্রতিরক্ষা খাতে ১ হাজার ৮ শ' ৮৬ কোটি ৭৮ লাখ টাকা। শিক্ষা খাতে ২ হাজার ৭ কোটি ৭৩ লাখ টাকা। রাজস্ব বাজেটে বেতন ভাতাও আনুষঙ্গিক ব্যয় ধরা হয়েছে ৭ হাজার ১শ' ২৯ কোটি টাকা। আভ্যন্তরিন সুদ পরিশোধ ব্যয় ধরা হয়েছে ৬ শ' ৩৭ কোটি ৮৬ লাখ টাকা। বৈদেশিক ঋণের সুদ ধরা হয়েছে ৬ শ' ৫০ কোটি টাকা। বৈদেশিক সাহায্য সূত্রে খাদ্য আমদানির জন্যে ৬শ' ৪৭ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এ ছাড়াও নিজস্ব সম্পদে ৩ শ' ২৭ কোটি টাকার চাল, ৩ শ' ১৯ কোটি টাকার গম ও ৩৩ কোটি টাকার ভোজ্য তেল আমদানির জন্যে বরাদ্দ করা হয়েছে।

এবারের বাজেটের বিশেষ কিছু মৌলিকত্বের মধ্যে রয়েছে একেবারেই কর আরোপ না করে আদায়ের ওপর জোর প্রদান করা হয়েছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ব্যয় বরাদ্দের প্রায় ২৫ ভাগ শিক্ষা স্বাস্থ্যসহ সামাজিক খাতে অর্থাৎ ৫ হাজার ৮ শ' ৮২ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। সড়ক ও পানি সম্পদ, সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ, স্থাপনা এবং টেলি যোগাযোগ ভৌত কাঠামোবাবদ ৬ হাজার ১৮ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। খাদ্য সংকট মোকাবেলার জন্যে ৬শ' কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ রাখা হয়েছে। বাজেটে গৃহীত সংস্কার কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে কাঠামোগত অসমাঞ্জস্য দূরীকরণ, সমষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সংক্রান্ত মৌল নীতিমালা প্রতিষ্ঠা, আর্থিক ও রাজস্ব ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনা, অর্থনীতিতে মাত্রাতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ শিথিলকরণ, আন্তর্জাতিক বাজার উন্মুক্তকরণ, ব্যবসা বাণিজ্যে-বিনিয়োগ উদ্ধারকরণ। ১৯৯৪-৯৫ সালের মূল বাজেটের তুলনায় সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দ ৩ শ' ৫২ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে এর কারণ হচ্ছে, অভাবগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর জন্যে খাদ্য সাহায্য কর্মসূচি সম্প্রসারণ, সরকারি কর্মচারিদের বেতন বৃদ্ধি, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অনুদান বৃদ্ধি।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্র চলতি হিসেবে টাকাকে বিনিয়োগ যোগ্য করার পর যে সমস্ত নতুন প্রতিবন্ধকতা থেকে গিয়েছিলো তা সম্পূর্ণ তুলে নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশে আগত যাত্রীরা বিনা ঘোষণায় ৫ হাজার মার্কিন ডলার পযন্ত বিদেশী মুদ্রা দেশের অভ্যন্তরে আনতে পারবে। ১ জুলাই থেকে এফওবি মূল্যে শতকরা ২৫ ভাগে উন্নীত করা হবে।

ভ্রমণের জন্যে বিদেশী মুদ্রা ৩ হাজার মার্কিন ডলার, সার্ক দেশসমূহের জন্যে ১ হাজার মার্কিন ডলার করা হয়েছে। খেলাপী ঋণ আদায়ে শক্তিশালী ব্যবস্থা নেয়া হবে। পণ্য সামগ্রী রফতানি বাবদ আয় ৩ দশমিক ৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাড়াবে।

আয়কর আদায় বৃদ্ধির করার জন্যে পূর্ববর্তী বাজেটে দেয়া চারটি প্রতিশ্রুতি যেমন করের উচ্চাহার হ্রাস বহুবিধ রেয়াতের সংখ্যা হ্রাস, কর হিসেবেও কর প্রদান পদ্ধতি সহজ করা, কর প্রশাসনের ঐচ্ছিক ক্ষমতা সংকুচিত করা, প্রতিশ্রুতি পুন ব্যক্ত করে এই খাতে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়েছে। পাবলিক ট্রেডেড কোম্পানির আয় কর ৩৭ দশমিক ৫ শতাংশ হতে হ্রাস করে ৩৫ শতাংশ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। ব্যাংকও অধর্মলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান আয়কর হার ৫০ শতাংশ হতে ৪৭ দশমিক ৫ শতাংশ হ্রাস করার প্রস্তাব করছি। গত পাঁচ বছরের নির্সিত গৃহ সম্পত্তি হতে উদ্ভূত আয় থেকে বৎসরে ৩৩ হাজার টাকা রেয়া ০ বৃদ্ধি করে ৩৬ হাজার টাকাও আরো পাঁচ বছর সম্প্রসারিত করা হয়েছে।

কৃষি ও সেচকার্য ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির বর্হিশুল্কের হার হ্রাস করা হয়েছে। প্রসাধন শিল্পে ব্যবহৃত এসেনশিয়াল ওয়েলের শুল্ক হার ৩০ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ২৫ শতাংশ, সুগন্দির কাঁচামাল ৪৫ শতাংশ হতে ৩০ শতাংশে, মোমের গুলজার ৪৫ শতাংশ হতে ৩০ শতাংশ এবং প্রসাধন শিল্পের ব্যবহৃত প্যাকেজিং উপাদানের ওল হার ৪৫ শতাংশ হতে ৩০ শতাংশে হ্রাস করার প্রস্তাব করছি।

মেলামাইন ও তৈযজপত্র শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে এর কাঁচামালের শুল্ক হ্রাস করা হয়েছে। ইলেক্ট্রনিক্স শিল্পের ১৬২টি যন্ত্রাংশের ওপর শুল্ক ৩০ শতাংশ হতে ১৫ শতাংশে হ্রাস করা হয়েছে।

তিন বাহিনী প্রধান দেশী বিদেশী কূটনৈতিক, মিশন প্রধান, রাষ্ট্রীয় পদস্থ কর্মকর্তা, এফবিসিসিআই প্রধানসহ বিভিন্ন ব্যক্তিরা বাজেট উপস্থাপনা শ্রবণ করেন।